স্মরণিকা

৭২

পার্ট-টাইম কেরিয়ার মাষ্টার্স
সার্টিফিকেট কোর্স—১৯৭২

বু্যরো অব্ এডুকেশন্যাল এণ্ড
সাইকোলজিক্যাল রিসার্চ
পশ্চিমবঙ্গ

শুভেচ্ছা বাণী

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষক-শিক্ষিকা কয়েকটি দিনের জন্য সমবেত হয়েছিলেন এই গবেষণা-কেন্দ্রে কিভাবে তাঁদের ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তিমুখী শিক্ষা গ্রহণে বিজ্ঞানসম্মতভাবে সহায়তা করতে পারবেন সে বিষয়ে শিক্ষণ লাভের উদ্দেশ্যে। আমাদের প্রতিষ্ঠানে তাঁদের অবস্থিতি স্বল্পকালের হলেও তাঁদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ থাকবে দীর্ঘকাল ধরে, কারণ স্ব স্ব বিদ্যায়তনে ফিরে গিয়ে যখন তাঁরা মন্ত্রণা শিক্ষকের বৃত্তি গ্রহণ করবেন তখন নানাভাবেই তাঁদের এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে সক্রিয় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে হবে। আমাদের প্রতিষ্ঠানটি ছোট, এখানে তাঁদের শিক্ষণ-কালটিও নিতান্তই সংক্ষিপ্ত ; কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশার ক্ষেত্রটি এখানে সুপ্রশস্ত। তাই আমরা পরস্পরের অন্তরের খুবই কাছাকাছি আসতে পেরেছি। আমার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পেয়েছি প্রতিভার পরিচয়। সেই প্রতিভার যৎকিঞ্চিৎ প্রমাণ পাওয়া যাবে এই স্মরণ-পত্রে। তাঁদের জীবন সুন্দর হোক, সার্থক হোক এই আমাদের অন্তরের কামনা।

ব্যুরো অব্ এডুকেশনাল এণ্ড্ সাইকোলজিকাল
রিসার্চ, কলিকাতা
২৪শা এপ্রিল, ১৯৭২

রমেশ দাশ
অধ্যক্ষ

আমাদের নির্দেশনায়

সাধারণ সম্পাদক :—শ্রীভূধরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বর্গমন্ত্রী (Monitor) :—শ্রীশিশিরকুমার বসু।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভাগ :—

সম্পাদক :—শ্রীপ্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

সভ্যবৃন্দ :—সর্বশ্রী রমেশ অধিকারী, হিমাংশু সিংহ রায়,
সুনন্দা মুখার্জী, তুলসী শীল।

ভ্রমণ বিভাগ :—

সম্পাদক :—শ্রীমতি নীহার চক্রবর্ত্তী

সভ্যবৃন্দ :—সর্বশ্রী কল্পনা ভদ্র, বিনয় মিত্র, পরেশ মজুমদার,
ফটিক কোনার।

প্রকাশনা বিভাগ :—

সম্পাদক :—শ্রীঅশোক কুমার মাইতি

সভ্যবৃন্দ :—সর্বশ্রী বিমল সেনগুপ্ত, সুনন্দা বসু, সুখেন্দু ভৌমিক,
সুনীল ভট্ট।

মরেও যারা রইলো অমর—

কাওয়াবাতা, যামিনী রায়, সরোজ রায় চৌধুরী।

সম্পাদকের দপ্তর থেকে—

আমাদের পরিচয় পত্রিকার নাম স্মরণিকা। নূতন নামকরণ করা হল এই প্রথম। এর আগে এটি 'WE AT THE BUREAU' নামে প্রকাশিত হত। নাম পরিবর্ত্তনের জন্য প্রথম প্রেরণা আমরা পেয়েছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছ থেকে। তাঁরই ঐকান্তিকতা এবং কয়েকজন বন্ধুর অক্লান্ত চেষ্টায় আমরা একে একটা সাহিত্যিক মর্যাদা দিতে পেরেছি এবং সেইসঙ্গে পুরোপুরি বাংলায় প্রকাশ করার প্রচেষ্টাও রেখেছি।

পরিবর্তনের মূল কারণ হিসেবে আমাদের বক্তব্য ছিল 'WE AT THE BUREAU'তে থাকত প্রধানতঃ শিক্ষার্থীদের নাম ও ঠিকানা—ঠিক ডায়েরীর কয়েকটা পাতার মতো। অথচ আমরা শিক্ষার্থী এই প্রতিষ্ঠানে এসে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার দুর্লভ সুযোগ পেয়েছি। আর পেয়েছি অনেক সুযোগ আমাদের স্মৃতিকে সমৃদ্ধ করার জন্য। অথচ এই সুযোগ যদি শুধু ডায়েরীর পাতায় পরিণতি লাভ করে তাহলে বছরের শেষে পুরানো পাঞ্জির গতি পেতে এর খুব বেশী সময় লাগবে না। শিক্ষার্থীদের সমবেত প্রয়াসে সামান্য কিছুকে অসামান্য করতে না পারলেও স্মৃতি হিসেবে কোন কোন বন্ধুর বক্তব্য ভবিষ্যতে কোনদিন অবসর বিনোদনের উপাদান হতে পারে এবং সামান্য আনন্দ দিতে পারে এইজন্য আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াস স্মৃতির মণি কোঠায় স্মরণিকা হয়ে থাকুক।

পত্রিকায় সকলের কিছু কিছু বক্তব্য দিতে পারলে খুবই ভাল হত, কিন্তু আর্থিক দুরবস্থা এই ব্যতিক্রমের একমাত্র কারণ। সকল শিক্ষার্থীর সাহায্যে এর আত্মপ্রকাশ কিন্তু অনেকের লেখাকে বাধ্য হয়ে বাদ দিতে হল। তাদের কাছে আমার অনুরোধ লেখক না হয়ে পাঠক বা সমালোচক হয়ে তারা আমাদের বাধিত করুন। আশাকরি আমাদের উত্তর সূরীরা ক্রমশঃ এর কলেবর বৃদ্ধি করতে পারবেন। এজন্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় যদি কৃপাসুন্দর হস্ত প্রসার করেন তাহলে আশা বাস্তবে পরিণত হতে বাধা থাকে না।

আমরা এসেছি চারমাসের জন্য। উদ্দেশ্য স্কুলের ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠ্যসূচী নির্ধারণে সহায়তা করা। এখানে এসে জানলামও অনেক কিন্তু ভয় শুধু রূঢ় বাস্তবকে। B. T বা B. ED পড়ে যেমন লব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করতে গিয়ে বাধা পাচ্ছি ঠিক তেমনি 'মন্ত্রণা' দিতে গিয়ে হয়তো অনেক যন্ত্রণা পেতে হবে—প্রধানতঃ পৃথক ঘর, নির্ধারিত রুটীন, প্রয়োজন মত অর্থ ইত্যাদির ব্যবস্থা। তারপর

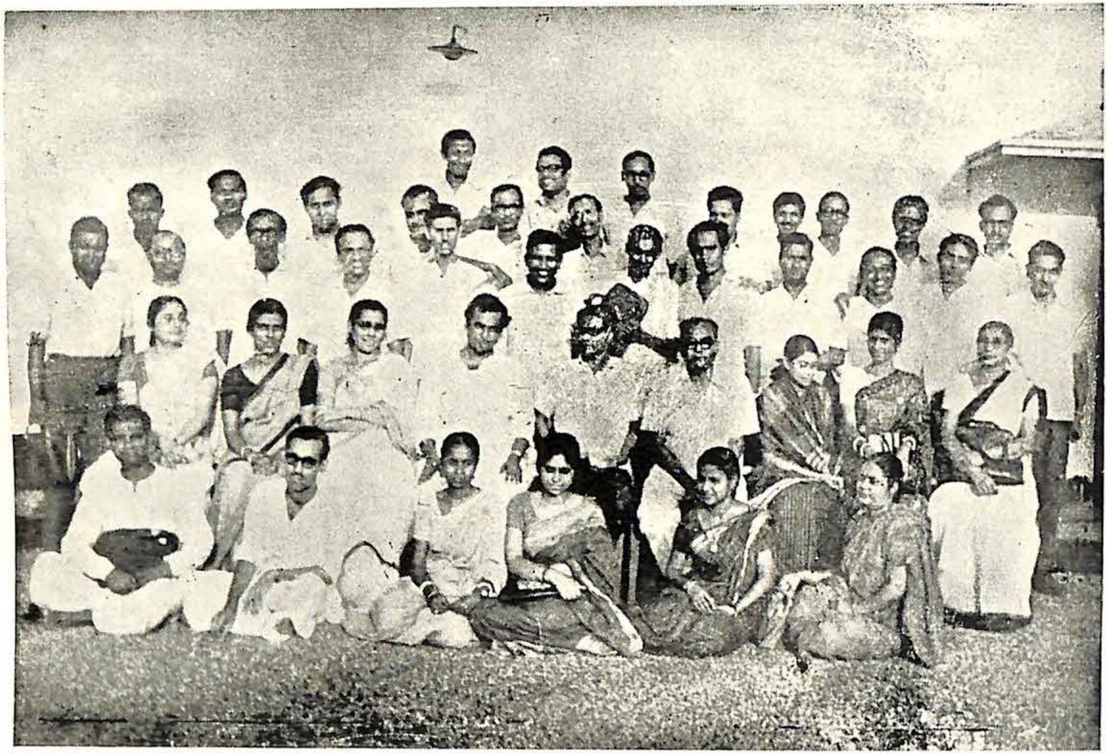
স্কুল কর্তৃপক্ষ আর ছাত্রদের পিতৃপক্ষ মাঝখানে মন্ত্রণা শিক্ষক ছাত্রের হাল কতখানি ধরবেন আর ধরলে সেই মন্ত্রণা শিক্ষকের কি হাল হবে কে জানে।

বৃত্তির কথা বলতে গেলে মনে পড়ে বেকার সমস্যা, সেই সঙ্গে শুধু কেরানী তৈরী শিক্ষাব্যবস্থা ও তার পর্বত প্রমাণ পাঠ্য সূচীর কথা ; আর তার প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার নৈরাজ্য ও পরীক্ষার গঙ্গাপ্রাপ্তির কথা। তাই মাননীয় শিক্ষাবিদদের নিকট আবেদন 'শিক্ষা-বাঁচাও',। পরিবর্ত্তনশীল জগতে পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যখন সারা বিশ্বে শিক্ষার ক্ষেত্রে নূতন দিগন্ত খুলে যাচ্ছে তখন ভারতে বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থা কেন যে সেই সনাতন প্রথার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে রয়েছে তা বোঝা যায় না। এজন্য শিক্ষাবিদগণ যদি পদ্মশ্রী ইত্যাদির মোহমুক্ত হয়ে কঠোর হস্তে লেখনী ধারণ করেন তাহলে সমাধান আসবেই আসবে।

জানুয়ারীর ১৫ তারিখ থেকে এপ্রিলের ২৪ তারিখ পর্য্যন্ত সপ্তাহে দু দিন করে আমরা একত্রিত হয়েছি। একসঙ্গে শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাছ হতে পাঠ নিয়েছি। তাঁদের প্রত্যেকেরই আন্তরিকতার কথা ভোলবার নয়। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে বন্ধুবর শ্রীপ্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচালনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেছি। শ্রীমতী নীহার চক্রবর্ত্তীর তত্ত্বাবধানে ত্রিবেণী কাগজ কারখানা পরিদর্শন করেছি। পথে পেয়েছি ভ্রমণের প্রচুর আনন্দ আর ত্রিবেণীতে নূতন কর্ম্মজীবনের আস্বাদ। ইতিমধ্যে কলেজ কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টায় সমাবর্ত্তন উৎসবের আনন্দও উপভোগ করেছি। তাই বিদায় বেলায় মনে পড়ে যায় সেই ছাত্রজীবনের কথা। কলেজও বিশ্ববিদ্যালয়ের কমনরুমের খোরাক David Hareএর Canteenএ পাওয়ার চেষ্টা পেয়েছি। বিশেষতঃ কর্ম্মজীবনে ছাত্রজীবনকে ফিরে পাওয়ায় আনন্দ মনকে ভরিয়ে দেয়। স্মৃতির পাতায় এর মূল্য নিশ্চয় সকলে স্বীকার করবেন।

পত্রিকা প্রকাশনায় বন্ধুবর শিশিরবাবুর সক্রিয় সাহায্য কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। বিভাগীয় সকলেই তাদের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। সবশেষে জানাই মুদ্রনে প্রমাদ অবশ্যই থাকবে, থাকবে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি। এক্ষেত্রে পাঠক সাধারনের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি কমনা করি।

অশোককুমার মাইতি



আমরা বেঁচে আছি

বিজয় মান্না

ভাগাড়ে শকুনও ওড়ে না,
এ আকাশ বারুদের।
এ বাতাস গুম্‌রে মরে,
গলিত শহরে।
……তবুও পার্কে ফোটে
সামাজিক ঘাস,
মসৃণ সমতায় হাসে—
জীবন মরণ দ্বন্দ্বে
জীবনই বিজয়ী,
ছোট্ট ঘাসের আয়ু—
এখনও নেভেনি॥

সে অরণ্য

বিমল সেনগুপ্ত

সে অরণ্য
যেখানে বাঘ ভালুক আর সিংহেরা থাকে,
অশ্বত্থ অর্জ্জুন শাল শির তুলে দাঁড়ায় না
দাবাগ্নি জ্বলে মাঝে মাঝে,
তার পাশে
মন্দাকিনী স্রোত বয় না ভয়ে
পাছে লজ্জায় আঘাত লাগে;
সে অরণ্য
আর্তনাদ করে সুতীব্র চীৎকারে
মেয়েলি ঢঙে—
না না তাও নয়
ব্যাভিচারের জ্বালা।
ভীষণ করুণা জাগে মনে,
তারুণ্যের সঞ্জীবতী ম্লান হয়,
মধ্যাহ্নের খরতাপ—বিদগ্ধ ভীষণ,
সে অরণ্য
নেতিয়ে পড়ে লজ্জাবতীর মত।
অসংখ্য ডুষ্টব্রন জ্বালা,
নিরুপায়—ছট্‌ফট্‌ করে
নিদারুণ রাহু বুঝি গিলিছে তাহারে;
মরণ ঘনায়।
সে অরণ্য
আর্তনাদ করে
আর্তনাদ করে।

ক'টা দিন

বংশীবদন বন্দ্যোপাধ্যায়

ক'টা দিন কাটিয়ে গেলাম
অস্তিত্বের টানা পোড়েনে।
মাঝে মাঝে নিজেকে খুঁজে পাই—
নৈবর্তিক আলোর উৎসবে।

যৌবন পেরিয়ে এল—
ওপারে অভিজ্ঞতার জঞ্জাল
জমায় ভিড়।
সময়ের মূল্য বুঝে নিজেকে
মানিয়ে নেই নির্ভুল স্থির
নূতন পাঠ নেই শিক্ষানবীশ বেশে।

এবার হিসাব নেবার পালা
কি পেলাম এতকাল পরে
'শিক্ষা বাঁচাও' আন্দোলনে ভিড়ে—
বেঁচে থাকার দাবীতে—

কিন্তু পারবো কি ?
এই জেগে ঘুমিয়ে থাকা দেশটার
পঙ্গু শিক্ষা ব্যবস্থায়
নতুন প্রাণে আলো জ্বালাতে ?

"শিক্ষা-সংস্কার না শিক্ষায় সংস্কার"

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

নিবন্ধের শিরোনাম দেখে একথা যেন কেউ না ভাবেন যে এটা সেই 'তৈলাধার পাত্র না পাত্রা-ধারে তৈল' জাতীয় কোন কূটতর্ক। প্রথমেই জানিয়ে রাখি এ নিবন্ধ বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটা বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা এবং দেশের প্রত্যেকটি শিক্ষাবিদ ও শিক্ষিত-জনকে এ সম্পর্কে আরও গভীরভাবে ভাবার জন্য আহ্বান।

একথা আজ নতুন করে বলার আর কোন দরকার নেই যে শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে প্রচণ্ড পরিমাণে অরাজকতা চলছে। দেশের প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি থেকে অশিক্ষিত ব্যক্তিরাও কমবেশী একথা জানেন বলেই আমার ধারণা। কিন্তু অতি অল্প কয়েকজন চিন্তাশীল ও শিক্ষাবিদ ছাড়া এ বিষয়ে বিশেষ কেউই মাথা ঘামান না ; যদিও বা ঘামান, কোন সমাধান আজ পর্যন্ত কেউই তেমন বার করতে পারেন নি। যা করেছেন তাতে অবস্থার আরও অবগতি ঘটেছে এবং ঘোরাল হয়ে উঠেছে।

সেই ইংরেজ আমল থেকেই শিক্ষার দিকটা অবহেলিত। কিছুদিন হল অবশ্য ঢাক ঢোল পিটিয়ে শিক্ষা সংস্কারের কাজে নামা হয়েছে। সঠিক অর্থে সংস্কার হলে অবশ্যই তা ভালো হত। সংস্কার তখনই অনুমোদনযোগ্য যখন তা constructive বা সৃষ্টিমুখী ; কিন্তু যে সংস্কার হয়েছে বা হচ্ছে তা প্রায়শই destructive বা বিনাশমুখী। এক কথায় ব্যর্থ সংস্কার। তাঁরা এক দিকের জঞ্জাল সরাতে আর এক দিকের জঞ্জাল বাড়িয়ে তুলেছেন। 'বিষয়' সম্পর্কে যথেষ্ট অনুধাবন, চিন্তা-ভাবনা এবং ভবিষ্যৎ-প্রজ্ঞা না থাকার জন্য তাঁরা ছাত্রদের কল্যাণে যা করেছেন তা অকল্যাণই করেছে বেশী ; ফলতঃ শিক্ষাক্ষেত্রে অসুস্থতা ক্রমশই প্রকট হয়েছে।

সরকারী মহলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদরা নিজেদের খেয়াল খুশীমতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে গেছেন। বারংবার পাঠ্যক্রম বদলিয়েছেন। পাঠবর্ষের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন, আর শিক্ষার্থী এবং শিক্ষককূলকে বিজ্ঞানাগারের re-agent এর মতো এক Test-tube থেকে আর এক Test tube এ ঢেলেছেন। আর এই ঢালাঢালি তথা পালটাপালটিতে প্রাণান্ত হয়ে বিদ্রোহ করেছে ছাত্ররা, যার কারণে আজকের এই উচ্ছৃঙ্খলতা। অবশ্য একথা ঠিক যে তাঁদের উদ্দেশ্য ভালোই ছিল। তাঁরা শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতিই চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের লক্ষ্য বস্তু সম্পর্কে সঠিক কোন ধারণা ছিল না। তাঁরা শুধু অনুসরণ করেছেন। ইংরেজ আমাদের দেশ ছেড়েছে বহুদিন আগে ঠিকই, কিন্তু Imageটা রয়ে গেছে জীবনের সর্বস্তরেই। আসলে ইংরেজ চলে যাবার পর আমরাই ইংরেজ হয়ে পড়েছি বা হতে চেষ্টা করেছি। শিক্ষাতেও তাই "সেই Tradition সমানে চলেছে, আজও কোথাও তার ব্যাতিক্রম ঘটেনি"।

'Student testing'র ক্ষেত্রে যেমন শিক্ষক-সৃষ্ট কোন Test কে পূর্বের কোন শিক্ষা-

বৈজ্ঞানিকের তৈরী Test র সঙ্গে মিলিয়ে Standerdise করে নিতে হয়, তেমনি কোন সার্থক শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে এগিয়ে যাওয়া ভালো ; তবে সেই সঙ্গে আমাদের দেশের ছাত্রের পরিবেশ, মানসিকতা, অভিভাবকের শিক্ষা, মানসিকতা, আর্থিক সঙ্গতি তথা ছাত্রের বৃহত্তর এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য সুযোগ-সুবিধা, দেশীয় পরিস্থিতি ইত্যাদি অনেক কিছু সম্পর্কেই অবহিত ও সচেতন থাকতে হবে। এইভাবে আমাদের দেশের ছাত্রদের জন্য যদি বিদেশীয় ছায়ায় কিন্তু দেশীয় ভাব-ধারায় কোন শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় তা অবশ্যই সার্থক হবে বলে আমার ধারণা। নইলে শুধু অনুকরণ করলে কিছুই হবে না। ভারতীয় ছাত্র কখনই আমেরিকান বা বৃটিশীয় শিক্ষাধারায় একাত্ম হতে পারবে না। অবশ্য সেটাও একজাতের সংস্কার হবে, তবে তা Developmental নয়, Conventional। সেটা হবে অন্ধভাবে কোন পথকে আঁকড়ে থাকার সংস্কার—সেটা হবে কুসংস্কার।

গত কয়েক বছরের শিক্ষাক্ষেত্রের অবস্থার দিকে যদি একবার পেছন ফিরে তাকান যায়, তো দেখা যাবে, একদিকে যেমন শিক্ষা সংস্কারকেরা শিক্ষা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন ঠিক তার সঙ্গে সমান তাল রেখে শিক্ষা ক্ষেত্রে অনাস্থা, অশান্তি ও অরাজকতাও বেড়ে চলেছে। যে যাই বলুন এই ঘন ঘন পাঠ্যক্রম বদলানো, পাঠবর্ষের হ্রাসবৃদ্ধি, পাহাড় প্রমাণ পাঠ্যপুস্তক ও বিষয়-বস্তু, শিক্ষার নানান ভাগাভাগি—যার অধিকাংশেরই ভবিষ্যৎ সার্থকতার কোন সহজলভ্য সুযোগ আমাদের দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই, ইত্যাদি ব্যাপারগুলোই আজকের ছাত্র বিক্ষোভ ও উচ্ছৃঙ্খলতার অন্যতম প্রধান কারণ। এছাড়া অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অন্যান্য কারণ তো আছেই।

আমাদের দেশের ছাত্রদের অধিকাংশই গরীব। তাই শিক্ষার জন্য অত্যাধিক ব্যয় তাদের করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষাবস্থার কোন বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে হলে বেশ কিছু অর্থব্যয়ের প্রশ্ন আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছাত্রের পক্ষে সেটা হয় না। তাই মাঝ পথেই তাকে থামতে হয় বা হাতের কাছের সুযোগটাই ধরতে হয়, সেটা তার Line হোক বা না হোক। ফলে সে "না ঘরকা, না-ঘাটকা' হয়ে একজন অসফল মানুষে পরিণত হয়।

শিক্ষা দপ্তরের কর্তা ব্যক্তিরা যে এসব জানেন না তা নয়। জেনেও তাঁরা কিন্তু একটার পর একটা কমিশনে সেই সংস্কারেরই দাসত্ব করছেন, সেই অনুকরণ করছেন, কিছুতেই সংস্কার মুক্ত হতে পারছেন না। এটা তাঁরা কিছুতেই বুঝতে পারছেন না যে ঐ শিক্ষানীতি যে দেশের, সে দেশের শতকরা নব্বুইজন মানুষ শিক্ষিত, তাঁদের আর্থিক সঙ্গতি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পর্যাপ্ত ; সে তুলনায় আমাদের তো কিছুই নেই। আমাদের তো শুধু সাধটুকুই আছে, সাধ্য অত্যন্ত সীমিত। এই সোজা কথাটা আমাদের শিক্ষা-অধিকর্তারা প্রায়শই ভুলে যান। এবং সেই কারণেই তাঁদের সৃষ্ট শিক্ষানীতিতে গলদ থেকে যাচ্ছে যার থেকে সৃষ্টি হচ্ছে চরম অনাস্থা।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। আমাদের দেশে শহর অঞ্চল অপেক্ষা গ্রামাঞ্চলের

শিক্ষায়তন তথা শিক্ষার্থী সর্বদাই অনেক বেশী। এবং সেই সমস্ত শিক্ষার্থীর অভিভাবকেরা শতকরা আশি ভাগ মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত। শিক্ষাখাতে অত্যাধিক ব্যয় তার পক্ষে অসম্ভব। এখন তার সন্তানকে পরীক্ষা করে দেখা গেল তার Motive টা Technical Line এর দিকে। কিন্তু সেই গ্রামের চল্লিশ মাইলের মধ্যে কোন Technical School নেই। আছে চল্লিশ মাইল দূরে শহরে। সে ক্ষেত্রে ছেলেটিকে Technical পড়াতে গেলে শহরে হোষ্টেলে রেখে পড়াতে হবে। কিন্তু সেটা তার অভিভাবকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং ছেলেটিকে তাদের গ্রামের স্কুলে যে Stream আছে তাই নিয়েই পড়তে হয় নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও। আবার সে ক্ষেত্রে ছেলেটি যদি চাষী পরিবারের হয় এবং তার বাবার যদি ইচ্ছা থাকে যে ছেলেকে চাষের জন্য উন্নত ও বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে শিক্ষিত করে তোলা তাহলেও তাকে ব্যর্থ হতে হবে। কেননা সারা পশ্চিমবঙ্গে অল্প কয়েকটি বিদ্যালয় ছাড়া আর কোথাও Agriculture পড়ান হয় না।

উদাহরণ আরও অনেক দেওয়া যায়। কিন্তু অতিক্ষুদ্র পরিসরে তা সম্ভব নয়। উপরের উদাহরণ থেকে এটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে সাধ থাকলেও সাধ্য আমাদের নেই। শুধু আমাদের কেন, যেহেতু আমাদের দেশ গরিব তাই সরকারের সাধ্য সীমিত। সুতরাং Plan বিরাট করে লাভ নেই। আমাদের শিক্ষাবস্থার উন্নতি করতে হলে ঐ সাধ্যের কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে।

সুতরাং সকল শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা-কর্তাদের কাছে আমার অনুরোধ শিক্ষারাজ্যে তুঘলকী প্রথায় রাজ্যশাসন না করে, অর্থাৎ কিনা খেয়াল খুশীমত "বদলে গেল মতটা, ছেড়ে দিলাম পথটা"—জাতীয় নীতির উপরে আস্থা স্থাপন না করে একটা সম্ভাব্য সফল পথকে বেছে নিয়ে তার উপরে আস্থা রেখে কাজ করতে হবে এবং দু-এক বছরের মধ্যেই ফল পাওয়া যাচ্ছে না, এই অজুহাতে আবার একটা কমিশন করে নতুন কোন রাস্তা খুঁজতে বসবেন না যেন। অবশ্য যে নীতিটার উপরে নির্ভর করবেন সেটার সম্পর্কে আগে খুব ভালো করে চিন্তা করে দেখতে হবে, আর্থিক সঙ্গতির কথা বেশী করে ভাবতে হবে এবং এই নীতিকে সফল করতে যা যা দরকার সব চাহিদা ঠিকভাবে পরিপূর্ণ হবে কিনা তা আগেই ভেবে দেখতে হবে। সব দিক ভেবে চিন্তে তবে কাজে নামতে হবে। তাঁদের সদা সতর্ক থাকতে হবে যে শিব গড়তে গিয়ে যেন তাঁরা বাঁদর না গড়ে বসেন। ছাত্রদের ভবিষ্যতে কর্ম ও সামাজিক জীবনে সফল হবার জন্য সার্থকভাবে গড়ে তুলতে গিয়ে যেন এমন নীতি না গ্রহণ করেন যাতে তারা বিভ্রান্ত হয়, হতাশ হয় এবং অসম্পূর্ণ ও অসফল মানুষ হিসাবে পরিগণিত হয়। গড়তে গিয়ে যেন ধ্বংসের পথে ঠেলে না দেন; কল্যাণ চিন্তার ফল যেন অকল্যাণকর না হয়।

পরিশেষে জানাই এ নিবন্ধ শুধুমাত্র সরকারী শিক্ষানীতি সমালোচনা নয়। ভবিষ্যতের সার্থক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ার জন্য বৃহত্তর উদার আহ্বান ও সহযোগীতার আশ্বাস। এ নিবন্ধ যদি কোন শিক্ষা-চিন্তাবিদকে অনুমাত্র ভাবনার খোরাক জোগায় তো নিজেকে সার্থক মনে করব। অলমিতি বিস্তারেন…।

ত্রিবেনী টিস্যু দেখে এলাম

শিশির কুমার বসু

সকাল সাড়ে দশটার মধ্যেই পৌঁছে গেছি হাওড়া ষ্টেশন। গন্তব্য স্থল ত্রিবেণী-টিস্যু-ব্যাণ্ডেল হয়ে বাসে। সংগে ছিলেন তপেনদা, তরুদি, গীতাদি, মঞ্জুদি এবং আরও অনেকে। পরিবহন মোটেই আশাপ্রদ নয়। বাস কখন আসে বা এখনই আসে এই করেই সময় কাটাচ্ছি। সবাই একটু আনমনা—২টার মধ্যেই পৌঁছে যাবে তো? আর ভাবতে হল না, বাস এসে গেছে। গট্‌গট্‌ করে উঠে পড়েছি সবাই, এর মধ্যে কেউ কেউ হয়তো বসে পড়েছেন এদিকে ওদিকে।

ধেই ধিকি, ধেই ধিকি এগিয়ে চললো আমাদের চার চাকার গড়গড়ি। কিহে কণ্ডাকটর দা—২টার মধ্যে পৌঁছান যাবে তো? হ্যাঁ স্যার—তবে—বলেন তো আধ ঘণ্টা লেট্‌ করেদি! এর মধ্যেই একটু রসিকতা। বাস আরও এগিয়ে চলে…।

হাঁ ঠিক জলদি জলদি উতার যাইয়ে—।

সময়ই পৌঁছে গেছি। তপন তাপিত ভুবন। দু'পাশে সবুজ ধানের সমারোহ—মাঝ দিয়ে একফালি রাস্তা—আরও একটু এগিয়ে টিস্যু কারখানা। হাতে হাত রেখে এগিয়ে চল্‌লো সবাই। চড়া রোদ, মিঠে হাওয়া—মন্দ লাগছিল না।

সদর দরজা পেরিয়ে অন্দরের আন্তরিক আহ্বাহনের অপেক্ষায় আছি। ডাক পড়লো আরও একটু ঘনিষ্ঠ হবার। Production Manager এর ঘর। Mr. Starling চেয়ারে ছিলেন। পাশের ঘরেই কিছু নোট করছেন। কিছু সময় পরেই ফিরে এলেন। সবাইকে স্বাগতম জানালেন। বিনয় দিয়ে শুরু হল তাঁর বক্তব্য। কবে কোন পরিস্থিতিতে এই কারখানা শুরু হয়, কোথা থেকে কি এনে কি তৈরী হয়, আর কোন কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি উপকৃত হন সেই দ্রব্য ব্যবহার করে। সব মিলিয়ে কারখানার ছোট্ট একটা ইতিহাস। চায়ের নিমন্ত্রণ দিয়ে শেষ করলেন তিনি।

এশিয়াতে একটি মাত্র টিস্যু কারখানা। প্রচণ্ড চাহিদা এই চিকন কাগজের। তা ছাড়াও carbon paper, wax paper আছে এর সংগে। চাহিদার তুলনায় উৎপাদন কম। আমাদের দেশ ,ছাড়াও অন্যান্য কয়েকটি দেশ এই কাগজের জন্য আগ্রহী, তাই অল্প লগ্নীতে ভাল ব্যবসা।

গাইডরা এগিয়ে এলেন। আমরা তিনটি উপদলে ভাগ হয়ে গেলাম। আমাদের গাইড মিঃ অরোরা—কারখানার কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার। হিন্দি ভাষী যুবক। ইঙ্গ হিন্দিতে ভরিয়ে তুলতে চাইলেন বাঙলার জ্ঞানভাণ্ডগুলি। আমরাও কম যাই কিসে কখনও বুঝে, আবার কখনও নিতান্ত অবুঝ বিজ্ঞের মত মাথা দোলাতে আরম্ভ করে দিলাম।

শেষ দিয়ে শুরু হল আমাদের অভিযান। উৎপাদিত দ্রব্যগুলি দেখিয়ে নিয়ে মিঃ অরোরা একের পর এক উৎপাদনের পুরো অবস্থাটি আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। এমনি করে পৌছে গেলাম ছন, ফেসো প্রভৃতি কাঁচা মালের ঘরে। কাঁচা মালের ঘর থেকে ফিরে আসছি স্বল্প পরিচিত পথে, শেষ ঘরে—যেটা ছিল আমাদের আরম্ভ। মাঝে পড়ে রইলো কুকিং, বিটিং, বীচিং, ওয়াটারিং, রোলিং, কাটিং, চেকিং—আরও কত কি ?

এবার চায়ের পালা। গেষ্ট হাউসে ফেরবার পথে খোঁজ করি মিঃ অরোরার কাছে, কি কি যোগ্যতায় কি করতে হয় বা কি পাওয়া যায়। একটু মুচকি হেসে জানালেন—সবার কম যিনি পান—তাও মোটামুটি ৪০০.০০ টাকার উপরে। তা'ছাড়া থাকবার, লেখাপড়া করবার খেলবার প্রভৃতি নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা আছে। অনেকে আবার ১০০০.০০ টাকাকে কয়েকবার এক সংগে করেও পান। আরও একটু এগিয়ে গিয়ে গঙ্গার ধারে গেষ্ট হাউস এবং মিঃ অরোরার কোয়াটারস্। আবহাওয়া নিয়ন্ত্রিত, আসবাব পত্রে সজ্জিত রুচি সম্মত এপার্টমেন্ট। সবই কোম্পানী খরচ। চারিদিকে সুসজ্জিত বাগানে ঘেরা। গাছে গাছে পাতায় পাতায় ঘেরা ছায়াপথ, সব মিলিয়ে স্বপ্নে বানান পরিবেশ।

এর মাঝেই একটু ব্যবসাদার হয়ে পড়েছি। মনের কোন লোভ হয়েছে। খোঁজ নিচ্ছি এখানকার চাকুরীর সম্পর্কে। আবার সেই হাসি—কোন লাভ নেই। কর্মীদের লতাসূত্র ধরেই এখানে চাকরী হয়। উঁচুদরের ২।১জন দরকার হলে ঢাক ঢোল পেটান হয়—। সাধারণের ঠাঁই নাই।

বিকালের স্নিগ্ধ পরিবেশে তপ্ত হতাশায় শেষ হল আমাদের চায়ের পর্ব। স্মৃতিকে সজাগ রাখতে হবে—তাই ২।৪ খানা ছবি তুলে নিলাম।

এগিয়ে চলেছি কুন্তীঘাট স্টেশনের দিকে—পিছনে পড়ে আছে কারখানা—কারখানার স্মৃতি—মিঃ অরোরাদের দল। অংক কষে চলেছি মনে মনে ; এরা কি দিয়ে কি নিচ্ছে—আমরা কি দিয়ে কি পাচ্ছি—কত ধানে কত চাল ?

শিক্ষা বর্ষে (১৯৭২) মনে রাখার মত দিনগুলি—

- সাতই ফেব্রুয়ারী—সঙ্গীত, আবৃত্তি ও হাস্যকৌতুকে সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
- একুশে ফেব্রুয়ারী—মহামান্য ডি. পি. আই. ও শিক্ষাবিদ শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে সতীর্থ সম্মেলন ও সমাবর্তন।

বিশে মার্চ—ত্রিবেনী টিস্যুতে শিক্ষামূলক ভ্রমণ।

ঃ পরিচিতি ঃ

অধ্যাপনায়—

১। ডঃ রমেশচন্দ্র দাস এম. এ, পি. এইচ্. ডি. (লণ্ডন), ডব্লিউ. বি. এস্. ই. এস্, অধ্যক্ষ।

২। ডঃ হেমেন্দ্রচন্দ্র বসু এম. এস্. সি, বি. টি, পি. এইচ্. ডি (বারমিংহাম্), ডব্লিউ. বি. ই. এস্, অ্যাসিস্ট্যান্ট্ প্রফেসর।

৩। শ্রীকমলকুমার চ্যাটার্জী এম. এ (এডুকেশন), এম. এ (ইতিহাস), বি. টি, ডব্লিউ. বি. ই. এস্, ইভালুয়েশন্ অফিসার।

৪। ডঃ শ্রীমতী মায়া মুখার্জী এম. এ (দর্শন), এম্. এ (মনস্তত্ব), পি. এইচ্. ডি (লক্ষ্ণৌ), ডব্লিউ. বি. ই. এস্, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর।

৫। শ্রীমতী মঞ্জু চক্রবর্তী এম. এস্. সি (পরিসংখ্যান), ডব্লিউ. বি. জে. ই. এস্, লেকচারার।

৬। ,, গীতা সেনগুপ্তা এম. এ (মনস্তত্ব), বি. টি, ডব্লিউ. বি. জে. ই. এস্, লেকচারার।

৭। ,, শীলা দত্ত এম. এস্. সি, বি, টি, সিনিয়র টেকনিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট।

৮। ,, গীতা চ্যাটার্জী এম. এ (এডুকেশন), এম. এ (ইতিহাস), বি. টি, রিসার্চ এ্যাসিস্ট্যান্ট।

৯। শ্রীতপেন ব্যানার্জী এম. এস্. সি (এপ্লায়েড, সাইকোলোজি), বি. টি, রিসার্চ এ্যাসিস্ট্যান্ট্।

১০। শ্রীমতী বীনা সিন্‌হা এম. এ (মনস্তত্ব), বি. টি, রিসার্চ এ্যাসিস্ট্যান্ট্।

১১। ,, তরুবালা দেবী চক্রবর্তী এম. এ (বাংলা), এম. এ (এডুকেশন) বি. টি, রিসার্চ এ্যাসিস্ট্যান্ট।

১২। ,, বন্দনা দাসগুপ্তা এম. এস্. সি, সি. এ. পি, লেবোরেটারি এ্যাসিস্ট্যান্ট্।

সহযোগিতায়—

১। শ্রীশশাঙ্ককুমার বাগচী, এ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান।

২। শ্রীকান্তিরঞ্জন দত্ত (করণিক)

৩। ,, অতুলকৃষ্ণ চৌধুরী, (ক্লার্ক টাইপিস্ট)

৪। শ্রীমতী কল্যাণী শর্ম্মা (টাইপিস্ট)

৫। শ্রীমহেন্দ্রলাল চক্রবর্তী (ডাফ্‌ট্রি)

৬। ,, ধনেশ্বর বিশাল, (পিয়ন)

৭। ,, তপন চন্দ্র দে (পিয়ন)

৮। ,, জীতেন্দ্রনাথ দাস, (পিয়ন)

অধ্যয়নে—

নাম	স্কুলের নাম ও ঠিকানা	স্থায়ী ঠিকানা
১। শ্রীসুনীলকুমার বসু বি. এ, বি. টি	অরবলিয়া জে, ভি, হাইস্কুল পোঃ অরবলিয়া, ২৪ পরগণা	সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার পোঃ বসিরহাট ২৪ পরগণা
২। ,, পরেশকুমার মজুমদার	কোটালপুর এম. এস. এইচ, এস ইনস্টিটিউশন, গ্রাঃ+পোঃ—কুন্দরলি, ২৪ পরগণা	গ্রাঃ+পোঃ—সোনারপুর ২৪ পরগণা
৩। ,, বিজয়কুমার মান্না বি. এস্. সি, বি. টি	সাহানগর হাইস্কুল ৩৮এ+বি, টালিগঞ্জ রোড, কলি-২৬	গ্রাম—মৌলবেড়িয়া পোঃ অনন্তপুর, হাওড়া
৪। ,, হরিদাস পাল	শেঠ বাগান আদর্শ বিদ্যামন্দির ৩ শেঠ কলোনী, কলি-৩০	
৫। ,, সুখময় রায়চৌধুরী বি. কম, বি. টি	কোদালিয়া আগাপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পোঃ নিউব্যারাকপুর ২৪ পরগণা	
৬। ,, তুলসী শীল বি. এ, (অনার্স) বি. টি	পূর্ব কলিকাতা বিদ্যায়তন ১৩০, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র	২৩/সি বেলেঘাটা মেন রোড কলি-১০
৭। ,, অজিতকুমার পাল বি. এস. সি, বি. টি, (কেমেষ্ট্রী সর্ট কোর্স)	কিঙ্করবতী এগ্রিকালচার ইনস্টিটিউট, (উচ্চ মাধ্যমিক) পোঃ কিঙ্করবতী, ২৪ পরগণা	গ্রাঃ+পোঃ—কিঙ্করবতী হুগলী
৮। ,, তারকচন্দ্র দাস বি. এস. সি, বি. টি	বারাসত এম. জি. এম. উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, নবপল্লী পোঃ বারাসত, ২৪ পরগণা	গ্রাঃ পশ্চিম ইছাপুর পোঃ বারাসত, ২৭ পরগণা
৯। ,, লক্ষ্মীনারায়ণ রায়চৌধুরী বি. এস. সি, বি. টি (কেমেষ্ট্রী সর্ট কোর্স)	টাউন স্কুল ৩৩ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট কলি-৪	৩৫/ডি রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট কলি-৫

নাম	স্কুলের নাম ও ঠিকানা	স্থায়ী ঠিকানা
১০। শ্রীভুবনমোহন সাহা বি. এ, বি. এড্	বরানগর নেতাজী হাইস্কুল (উচ্চ মাধ্যমিক) পোঃ সিঁথি, কলি-৫০	এল ২১২ নেতাজী কলোনী পোঃ সিঁথি, কলি-৫০
১১। ,, বিনয়কুমার ঘোষ বি.এস.সি (অনার্স) বি.টি (ফিজিক্স সর্ট কোর্স)	বালি শান্তিরাম বিদ্যালয় পোঃ বালি, হাওড়া	২১৭ গোস্বামী পাড়া রোড় পোঃ বালি, হাওড়া
১২। ,, সুনন্দা মুখার্জী এম. এ, বি. টি	টাকী-হাউস বহুমুখী (গভঃ স্পনসর্ড) বালিকা বিদ্যালয় কলি-৯	৮এ দেবেন্দ্র ঘোষ রোড কলি-২৫
১৩। ,, প্রবীরকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি. এস. সি, বি. টি	আমতা নিত্যানন্দ হাইস্কুল গ্রাঃ + পোঃ আমতা, হাওড়া	৮ দেবেন্দ্র ব্যানার্জী লেন হাওড়া-১
১৪। ,, ফটিকচন্দ্র কোনার এম. এ, (ট্রিপল) বি. এস. সি, বি. টি	তিলজলা ব্রজনাথ বিদ্যাপীঠ ১২৯/১ পিকনিক গার্ডেন রোড কলি-৩৯	গভঃ হাউসিং এস্টেট্ ব্লক এল/১, ফ্লাট-৩, ৪০/১ আর, এন, চৌধুরী রোড, কলি-১৫
১৫। ,, বিমল সেনগুপ্ত বি. এস. সি, বি. এড,	অভয়চন্দ্র বিদ্যামন্দির ২২ লেক রোড, কলি-৩৯	৩/৯ আর, এন, চ্যাটার্জী কলি-৪২
১৬। ,, বিনোদচন্দ্র দে এম. এস. সি, বি. এড, পি. জি, বি. টি	গরফা ডি. এন্. মেমোরিয়াল হাইস্কুল, গরফা মেন রোড, কলি-৩২	২।৭ আচার্য প্রফুল্ল পার্ক, ফুলবাগান পোঃ গড়িয়া, ২৪ পরগণা
১৭। ,, হিমাংশু সিংহ রায় এম. এ, বি. টি	শিউলি হাই স্কুল, দেবপুকুর পোঃ শিউলি, তেলেনিপাড়া ২৪ পরগণা	গ্রাঃ + পোঃ শিউলি ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা
১৮। ,, সত্যনারায়ণ ব্যানার্জী বি.এস.সি (অনার্স) বি.টি	চুঁচড়া ডাফ্ হাইস্কুল পোঃ চুঁচড়া, হুগলী	গ্রাঃ + পোঃ পিনডিরা হুগলী
১৯। ,, বিনয়কুমার মিত্র বি. এস. সি, বি. টি	ঝাঁপরদা ডিউক ইনষ্টিটিউশন পোঃ দঃ ঝাঁপরদা, হাওড়া	৩৯ বনট্রি ইস্ট লেন কদমতলা, হাওড়া

নাম	স্কুলের নাম ও ঠিকানা	স্থায়ী ঠিকানা
২০। শ্রীপঙ্কজকুমার নস্কর বি.এস.সি, এম.এ, বি.টি (ফিজিক্স সর্ট কোর্স)	মহেশতলা হাইস্কুল মহেশতলা, ২৪ পরগণা	গ্রাঃ + পোঃ জগন্নাথ নগর ২৪ পরগণা
২১। ,, সুনীলকুমার ভট্ট এম. এ, বি. টি	বাটানগর হাইস্কুল পোঃ বাটানগর, ২৪ পরগণা	নাঙ্গীগুমোপাড়া পোঃ বাটানগর, ২৪ পরগণা
২২। ,, নীহারকণা চক্রবর্তী বি. এস. সি, (অনার্স) এম.এস.সি (এডুকেশন) কোবিদ, বি. টি	খানপুর বালিকা বিদ্যালয় অশোক পার্ক কলি-৪৭	৮৭ বাঁশদ্রোণী ঘাট পোঃ বাঁশদ্রোণী ২৪ পরগণা
২৩। ,, কল্পনা ভদ্র বি. এ, বি. টি	আদি মহাকালী পাঠশালা ৩৫/সি কৈলাস বোস স্ট্রীট কলি-৬	৩১/২ এফ রামকৃষ্ণ সমাধি কলি-৫৪
২৪। ,, ভূধরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি. টি	পাইকপাড়া রাজা মণীন্দ্র মেমোরিয়াল হাইস্কুল, ১৮ ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড কলি-২	১৮/৫ বি নদার্ন এভিনিউ কলি-৩৭
২৫। ,, শিশিরকুমার বসু এম. এ, বি. টি	কমলাপুর কমলা বিদ্যাপীঠ কলি-২৮	৩৫, কিশোরপল্লী ডি. পি. নগর, কলি-৫৬
২৬। ,, দীপককুমার রায়	শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুল ৮৮ শ্যামবাজার স্ট্রীট, কলি-৫	
২৭। ,, বুদ্ধিপদ পুরকাইত এম. এ, বি. টি	বারাসত গভঃ হাইস্কুল বারাসত, ২৪ পরগণা	৯৭ বঙ্কিম চ্যাটার্জী রোড বারাসত, ২৪ পরগণা
২৮। ,, রামকৃষ্ণ রায় বি. এস. সি, বি. টি (ফিজিক্স সর্ট কোর্স)	শ্রীসনাতন ধর্ম বিদ্যালয় ৪ডি, মদনমোহন বর্মন স্ট্রীট কলি-৭	৭ কৃষ্ণদাস পাল লেন্ পাঞ্জাবী বাড়ী, দ্বিতল কলি-৬
২৯। ,, বংশীবদন ব্যানার্জী বি. এ, (অনার্স) বি, টি	তালদি মোহনচাঁদ হাইস্কুল পোঃ তালদি ২৪ পরগণা	

নাম	স্কুলের নাম ও ঠিকানা	স্থায়ী ঠিকানা
৩০। শ্রীঅশোককুমার মাইতি এম. এ, বি. এড	তিলজলা হাইস্কুল ১৪৩ পিকনিক গার্ডেন রোড কলি-৬	১৯ কৈলাস কবিরাজ লেন কলি-৬
৩১। ,, রমেশচন্দ্র অধিকারী বি.এস.সি, এম.এ, বি.টি (বায়োলজি সর্ট কোর্স)	ব্যারাকপুর গভঃ স্কুল পোঃ তালপুকুর ২৪ পরগণা	
৩২। ,, সুখেন্দ্রকুমার ভৌমিক এম. এ, বি. এড	দীলিপকুমার উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল ত্রিবেণী, হুগলী	উত্তর পল্লী, সোধপুর ২৪ পরগণা
৩৩। ,, সুনীলবরণ নন্দী এম. এ, বি. টি	হালিশহর হাইস্কুল ২৪ পরগণা	নন্দী হাউস পোঃ ব্যাণ্ডেল, হুগলী
৩৪। ,, সুনন্দা বসু	নবপল্লী যোগেন্দ্রনাথ বালিকা বিদ্যামন্দির	
৩৫। ,, রামপূজন প্রসাদ এম. এস. সি, বি. টি	এইচ, জি, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় কাঁকিনাড়া, ২৪ পরগণা	C/o বচ্চন তেওয়ারী বি এল-২২ বারুইপাড়া জগদ্দল, ২৪ পরগণা
৩৬। ,, সন্তোষকুমার গুপ্ত এম. এ, বি. টি	শ্যামবাজার হাইস্কুল ১৭এ, শান্তি ঘোষ স্ট্রীট কলি-৩	৩২ এভিনিউ সাউথ সন্তোষপুর যাদবপুর, কলি-৬
৩৭। ,, জয়দেব মুখোপাধ্যায় বি. কম, বি. টি	ধারসা এম. এল. কে. ইনষ্টিটিউশন হাওড়া-৪	গ্রাঃ + পোঃ বালটিকরি হাওড়া
৩৮। ,, অসিতকুমার ঘোষ বি. এস. সি, বি. এড	সাধনপুর উলুডাঙ্গা টি.আর. হাইস্কুল সাধনপুর, ২৪ পরগণা	জয়পুর অধাতা ২৪ পরগণা।

স্মরণিকা প্রকাশন বিভাগের পক্ষে শ্রীঅশোককুমার মাইতি কর্তৃক প্রকাশিত
এবং অর্চনা প্রেস, ৩৮, শিব নারায়ণ লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।